শেষ চিঠি

শেষ চিঠি

মাহিন মাহমুদ

মাকতাবাতুল হাসান

শেষ চিঠি
প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৬ খ্রি.
সর্বশেষ সংস্করণ : একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
বাংলাবাজার শাখা : ৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
০১৬৭৫৩৯৯১১৯

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
একুশে বইমেলা পরিবেশক : বাংলার প্রকাশন
অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com - wafilife.com - niyamahshop.com
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
ISBN : 978-984-8012-19-2

মূল্য : ২৪০/- টাকা মাত্র

Sesh Chiti
By Mahin Mahmud
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabahasan. www.maktabatulhasan.com

অর্পণ

উপন্যাস লিখতে গিয়ে
মাঝে মাঝে এর
চরিত্রগুলোকে রক্ত-মাংসের
মানুষ মনে হয়েছে।
বইটির আহসান চরিত্রটির
সঙ্গে যদি রক্ত-মাংসের
কেউ নিজের জীবনের মিল
খুঁজে পান, এই উৎসর্গপত্র
তাকে।

শুরুর কথা

'শেষ চিঠি' আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস *'আঁধার মানবী'* পড়ে টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক পাঠক কিছু মন্তব্য করেছিলেন। তার মন্তব্যের একাংশ দিয়েই ভূমিকাটা শুরু করছি—

'আঁধার মানবী' পড়ে আমার পরিচিত একজন মানবী আঁধার থেকে বেরিয়ে আসার নিয়ত করেছে এবং সেই লক্ষ্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। একদম বাস্তবধর্মী একটা লেখনী। পড়ার সময় মনে হয়েছে, পুরো ঘটনা আমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি।'

প্রথম লেখা উপন্যাসে আমি সম্মানিত পাঠকদের কাছ থেকে এত পরিমাণ প্রেরণা পেয়েছি, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

এই অনুপ্রেরণাই আমাকে *'শেষ চিঠি'* লেখার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। চেষ্টা করেছি আরও ভালো কিছু করার। চেষ্টা সফল হয়েছে এটা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। এই অধিকার একমাত্র পাঠককুলের।

লেখালেখির শুরুটা অনেক আগে থেকে হলেও আমি আসলে একজন পাঠক। ছাত্রজীবন থেকেই শ্রদ্ধেয় আবু তাহের মেসবাহ, আল মাহমুদ, সৈয়দ আলী আহসান থেকে শুরু করে হুমায়ূন আহমেদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার-সহ অনেকের বই পড়ে আসছি। বলা যেতে পারে, এদের লেখা পড়ে পড়েই লেখালেখির প্রতি উৎসাহ পেয়েছি।

'শেষ চিঠি' কিছু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এবং কিছু পরিবর্তনের গল্প। পড়ুন। আত্মবিশ্বাস থেকেই বলছি, ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ।

সবার জন্য শুভ কামনা।

দোয়া প্রার্থী
মাহিন মাহমুদ

বইটি নিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত
জানাতে পারেন এই ঠিকানায় :
mahinmahmud7@gmail.com

১

'বাবা শুনছ?'

'বল মা!'

আমার দিকে না তাকিয়ে 'বল মা' বললে হবে না। তাকিয়ে বলো। তাকাতেই হবে?

'হুম।'

মিজান সাহেব মনোযোগ দিয়ে সংসারের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব দেখছিলেন। সংসারে দিনদিন অপচয় বেড়ে যাচ্ছে। আলেমদের ওয়াজ নসিহত শুনে এবং তাবলিগে যাওয়ার কল্যাণে তিনি জেনেছেন, অপচয় করা অন্যায়। মিতব্যয়িতা ভালো গুণ। সংসার খরচ যাতে মিতব্যয়িতার মধ্যে হয় এই জন্যই মিজান সাহেব খাতা কলমে হিসাব রাখার চেষ্টা করছিলেন। তিনি খাতা থেকে চোখ সরিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ্যাই নে। তাকালাম।

'ধন্যবাদ বাবা।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না জনাবা! বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।'

নওশিন বাবার সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না কথাটা কীভাবে বলবে। মিজান সাহেব মেয়ের অবস্থা দেখে বললেন, 'কাঁচুমাচু করতে হবে না। কী বলবি বলে ফেল।'

'বাবা।'

'হুম।'

'আমার কিছু টাকা লাগবে।'

'টাকা লাগবে কেন? সেদিনই তো তোর মায়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিলি!'

নওশিন বলল, 'বাবা আমাদের কলেজ থেকে সবাই ট্যুরে যাচ্ছে। আমাকেও সবাই ছেঁকে ধরেছে; নিয়েই যাবে। তুমিই বলো, আমি না গেলে খারাপ দেখায় না?'

'না দেখায় না। শোন মা। ট্যুরে গেলে তোর পর্দা-পুশিদার ক্ষতি হবে। সময় মতো নামাজ পড়তে ঝামেলা হবে। কারণ মেয়েদের জন্য সব জায়গায় নামাজ পড়ার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকে না।'

'তার মানে তুমি যেতে দেবে না?'

'আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর। না যাওয়াটাই তোর জন্য ভালো হবে।'

নওশিন মিজান সাহেবের এই কথায় রাগ দেখিয়ে বলল, 'বাবা, তোমার এই স্বভাবটা আর গেল না। কোথাও যেতে চাইলেই পর্দার অজুহাত দিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দাও। আসলে তুমি চাও না তোমার টাকা খরচ হোক।'

মেয়ের কথা শুনে মিজান সাহেব বেশ অবাক হলেন। তার মন খারাপ হয়ে গেল। তার মেয়ে মুখের ওপর টাকার খোঁটা দিয়ে গেল অথচ এমন কোনো জায়গা নেই তিনি তার সন্তানদের নিয়ে ঘুরতে যাননি।

মিজান সাহেব ব্যবসায়ী মানুষ। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা তার। বড়সড় না হলেও, একেবারে ছোটও না। ধানমন্ডিতে পনেরো শত স্কয়ার ফিটের ছিমছাম অফিস। স্ত্রী রাবেয়া এবং তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে মিজান সাহেবের সুখের সংসার। একজীবনে সৃষ্টিকর্তা তাকে যা দিয়েছেন, এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। সন্তানদের নিয়ে সব সময়ই তিনি আনন্দ-ফুর্তিতে থাকতে পছন্দ করেন। তাদের শখ, আবদারগুলো পূরণ করার চেষ্টা করেন। এরপরও সন্তানরা কেন মুখের ওপর কথা বলবে মিজান সাহেব ভেবে পান না।

নওশিনের এই দুর্ব্যবহারের সঙ্গে মিজান সাহেবের পরিচিতি নতুন না।

গতমাসের শেষ দিকের কথা। রাতের ট্রেনে সবাইকে নিয়ে চিটাগাং চলে গেলেন। উদ্দেশ্য কয়েকটা দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে অবসর সময় কাটানো। শত ব্যস্ততার মধ্যেও ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার মধ্যে তিনি অনেক আনন্দ খুঁজে পান।

চিটাগাং নেমে হোটেল নির্বাচন করা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হলো। রাবেয়া বললেন, 'মাঝারি মানের হোটেল নিয়ে নাও।'

নওশিন বলল, 'মাঝারি মানের হোটেল নিলে আমি থাকবই না,

এখনই ঢাকায় চলে যাব।'

রাবেয়া বললেন, 'এত রাগ দেখাচ্ছিস কেন? মাঝারি মানের হোটেলে কি মানুষরা থাকে না?'

'থাকে। আমি থাকব না।'

'কেন থাকবি না?'

'মা আমার ইচ্ছে। এখন তোমরা বলো, আমাকে রাখবে নাকি ঢাকায় ফেরত পাঠাবে।'

শেষ পর্যন্ত নওশিনের কথাই বলবৎ রইল। বেড়াতে এসে মিজান সাহেব কোনো রকম পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে গেলেন না। বেশ উঁচুমানের একটা হোটেলে ওঠলেন।

হোটেলের নাম সী-ভিউ। নামের সঙ্গে এই হোটেলের চারপাশের পরিবেশেরও যথেষ্ট মিল আছে। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ালে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের অনেকটা দেখা যায়। বিকেলবেলা সমুদ্রে সূর্য ডোবার আগ মুহূর্তের দৃশ্যটা সবাইকে নিয়ে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলেন মিজান সাহেব। রাবেয়া বললেন, 'কী প্রয়োজন ছিল এত দূর আসার? ঢাকায় কোথাও বেড়ালে হতো না?'

মিজান সাহেব বললেন, 'হতো। কিন্তু রাতের ট্রেনে জার্নি করার মজাটা পেতে না। তা ছাড়া ঢাকায় কোথাও নিশ্চয়ই সমুদ্র নেই? এখানে এসে তো সেটাও উপভোগ করতে পারছি।'

'তা পারছি। কিন্তু শুধু শুধু অনেকগুলো টাকা তো বেরিয়ে গেল, তাই না?'

'টাকা যায় যাক, ফ্যামিলি নিয়ে ভালো কিছু মুহূর্ত কাটছে। এতেই আমার আনন্দ।'

মিজান সাহেবের বারো বছরের ছেলে হামীম বলল, 'বাবা, বড় হয়ে আমিও তোমার মতো ব্যবসায়ী হব।'

মিজান সাহেব বললেন, 'কেন? ব্যবসায়ী হবার উপকারিতা কী?'

'যখনতখন ঘুরতে যেতে পারব। চাকরি করলে তো ছুটি পাব না। এই জন্যই চাকরি করব না।'

ছেলের কথায় মিজান সাহেব হেসে ওঠলেন। ছেলে এই বয়সেই চাকরি

আর ব্যবসার তফাৎ বুঝে ফেলেছে।

মিজান সাহেবের সবচেয়ে ছোট মেয়ে তাসনিয়ার বয়স এখনো আট পেরোয়নি। কিন্তু পাকামোতে সে ভাইয়ার চেয়েও কয়েক ডিগ্রি ওপরে। তাসনিয়া এতক্ষণ একমনে সমুদ্র দেখছিল। সেদিকে তাকিয়েই ভারিক্কি গলায় বলে ওঠল, 'আমিই ভালো আছি বাপু। ব্যবসায়ীও হব না, চাকরিও করব না। আমি হব ব্যবসায়ী ব্যাটার বউ। কোনো কাজকর্ম করব না। ঘরে বসে সারাক্ষণ শুধু সাজুগুজু করব, হু!'

তাসনিয়ার কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠল। রাবেয়া চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এ্যাই মেয়ে, এত পাকা-পাকা কথা কোথায় শিখেছ তুমি, হ্যাঁ? মারব এক থাপ্পর!'

তাসনিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিলো, 'আমার কী দোষ? নওশিন আপুই তো সেদিন ফোনে কার সঙ্গে যেন এই কথাটা বলছিল।'

মিজান সাহেব বিষয়টা এতক্ষণ লক্ষ করেননি। নওশিনের কথা উঠতেই তার দিকে তাকালেন। নওশিন বারান্দার এক কোণায় দাঁড়িয়ে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কখন থেকে কথা শুরু হয়েছে কে জানে? কথা এত আস্তে বলছে যে, এত কাছ থেকেও বোঝা যাচ্ছে না কী কথা হচ্ছে।

আজকালকার ছেলে-মেয়েরা ফোনে এত আস্তে কথা বলে, মনে হয় কথা বলছে না যেন সিনেমার ডায়লগের মতো শুধু ঠোঁট মিলিয়ে যাচ্ছে।

মিজান সাহেবের অফিসের পিয়ন সুমন ছেলেটা এরকম। প্রায়ই দেখা যায় দীর্ঘসময় ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। কথা কিছু বোঝা যায় না শুধু গুনগুন শব্দ শোনা যায়। ফোনে এত কথা বললে কানের বারোটা বেজে যাবার কথা। কিন্তু কেন যেন ওর কানের বারোটা বাজে না। কান বহাল তবিয়তেই থাকে, আর সেও সেই সুস্থ-সবল কান নিয়ে দীর্ঘ আলাপ চালিয়ে যায়।

দীর্ঘ সময় কথা বলার পর নওশিন মোবাইল ফোন কান থেকে নামাল। রাবেয়া বললেন, 'কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলি? পরিচিত কেউ?'

নওশিন বলল, 'কেন মা? পরিচিত না হলে কি কারও সঙ্গে কথা বলা মানা আছে?'

'মানা আছে। তুই মেয়ে মানুষ, অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলে যে বিপদে পড়বি না তার কি গ্যারান্টি আছে?'

নওশিন চাপা অথচ কঠিন গলায় বলল, 'মা আমি বড় হয়েছি। মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমাকে নজরদারি না করলেই খুশি হব।'

'তুই এভাবে কথা বলছিস কেন বল তো?'

'কীভাবে কথা বলছি?'

'কেমন যেন কাটা কাটা সুরে কথা বলছিস।'

'আমি মোটেও কাটা কাটা সুরে কথা বলছি না। তুমি সব সময় আমার দোষ খুঁজে বেড়াও; এইজন্য আমার সাধারণ কথাও তোমার কাছে কাটা কাটা শোনাচ্ছে।'

রাবেয়া আরও কিছু বলার আগেই মিজান সাহেব শান্ত গলায় বললেন, 'বেড়াতে এসে এসব কী শুরু করলি নওশিন? সমুদ্র দেখতে এসেছিস সমুদ্র দেখ, ঝগড়াঝাঁটি করার কী দরকার?'

নওশিন মিজান সাহেবের এই কথা থেকেই রেগে গেল। বলল, 'সমুদ্র তোমরাই দেখো। আমার সমুদ্র দেখার দরকার নেই।' বলে বারান্দা থেকে রুমে চলে গেল।

মিজান সাহেব বুঝে উঠতে পারলেন না এই কথায় রাগ দেখানোর কী আছে। তিনি যে আনন্দ নিয়ে ট্যুরে গিয়েছিলেন সেটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আনন্দ মাঠে মারা গেল। নওশিনের কারণে পরদিনই ঢাকায় ফিরে আসতে হয়েছিল তাদের।

চিটাগাংয়ের সেদিনের মতো আজকেও মিজান সাহেব মেয়ের ব্যবহারে দুঃখ পেলেন। রাতে বিছানায় শুয়ে তার ঘুম আসছিল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিলেন। মেয়েটার আচার-ব্যবহার দিনদিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। বড় মেয়ে হিসেবে তিনি এই মেয়েকে কত আদর যত্ন দিয়ে মানুষ করেছেন। আদরের মেয়ে এখন মুখের ওপর কথা বলা শিখে ফেলেছে।

রাবেয়া বেগম বললেন, 'ঘুমাচ্ছ না কেন? মন কি বেশি খারাপ?'

মিজান সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মন খারাপ না করে কি করব। সংসারের বড় মেয়ে। কত আশা করে ডাক্তারি পড়াচ্ছি। দ্বীনদার

ডাক্তার হয়ে আমাদের মেয়ে গরিব, দুস্থ অসহায় মহিলা রুগীদের সেবা শুশ্রূষা করবে। শুধু চিকিৎসা দিয়েই না, আচার-আচরণ দিয়েও মানুষের মন জয় করবে। আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। অথচ মেয়ের ব্যবহার দেখেছ?'

রাবেয়া বেগম স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'থাক, সন্তানদের জন্য মনে কষ্ট রেখো না। এতে সন্তানদের অমঙ্গল হয়। তুমি দেখো, ইনশাআল্লাহ, নওশিন ঠিকই একদিন আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

স্ত্রীর কথায় মিজান সাহেব কিছুটা যেন সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। বললেন, 'কি জানি সেই দিনগুলো দেখে মরতে পারব কিনা কে জানে?'

নওশিন আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছুটা আগেই ঘুম থেকে ওঠেছে। উঠেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশটা আজ মেঘাচ্ছন্ন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখতে ভালো লাগার কথা না। কিন্তু কেন যেন ওর আজ ভালো লাগছে। ভালো লাগার কারণটা ঠিক কি, সেটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। মাঝে মাঝেই এই অদ্ভুত বিষয়টা হয়। কারণ মনে থাকে না।

আজ সোহেলের সঙ্গে দেখা হবার কথা। সোহেল থাইল্যান্ড থেকে গতকাল দেশে ফিরেছে। থাইল্যান্ডে নাকি ওর কী বিজনেস আছে। নওশিন বেশ কদিন জানতে চেয়েছিল বিজনেসটা কিসের? সোহেল স্পষ্ট করে কিছুই বলেনি। শুধু বলেছে ব্যবসাটা নাকি খুব প্রফিটেবল। প্রতি মাসেই একবার করে যেতে হচ্ছে।

দীর্ঘ পনেরো দিন পর সোহেলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এটা মন ভালো লাগার কারণ নিশ্চয়ই না। কারণটা অন্য। নওশিন সেটা মনে করার চেষ্টা করল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নওশিন লক্ষ করল—মিজান সাহেব বাড়ির সামনের বাগানে গাদা ফুল গাছের পরিচর্যা করছেন। কোথা থেকে যেন মাটি সংগ্রহ করেছেন। ভেজা মাটি গাছের গোড়ায় দিয়ে গোড়া মজবুত করার চেষ্টা করছেন।

নওশিনের একবার ইচ্ছে হলো বাবাকে ডেকে বলে, বাবা এত সকালে গাদাফুল নিয়ে পড়লে কেন? ভেজা মাটি নিয়ে কাজ করলে তো তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে।

কথাটা বলা হলো না। বলতে গেলে ঝামেলা হবে। ওকে দেখলেই বাবা জিজ্ঞেস করে বসবেন, এই যে আমার মা জননী! আজকে ফজর নামাজ পড়েছিস তো?

নওশিনকে মিথ্যা করে বলতে হবে, 'জি বাবা, পড়েছি। বসে বসে কিছুক্ষণ অজিফা তো পড়লাম।'

ফজর নামাজ একদিনও পড়া হয় না নওশিনের। শয়তান এসে ভোররাতে পা টেপা শুরু করে। নওশিনের মনে হয় শয়তান কাজটা একা করে না। সাত আটজন নান্না-বাচ্চা শয়তানকেও এই কাজে নিয়োগ দেয়। সবচেয়ে বড় যে শয়তানটা— সে পা টেপার মতো ছোট কাজটা করে না। সে বসে মাথার কাছাকাছি। মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে ফিসফাস গলায় বলে, 'ম্যাডাম ও ম্যাডাম।'

'হু?'

'কেমন লাগছে? ঠিকঠাক আরাম পাচ্ছেন তো?'

'হু।'

'দেখবেন, আরামের ব্যাঘাত হলে কিন্তু জায়গায় বসে আওয়াজ দেবেন। আমাদের কাছে অন্য ব্যবস্থা আছে।'

শয়তানদের অন্য ব্যবস্থা করার আগেই রাবেয়া বেগম ঘুম থেকে জেগে উঠার জন্য ডেকে ফেলেন, 'নওশিন এ্যাই নওশিন ওঠেছিস? নামাজের সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে।'

নওশিনের আর উঠা হয় না। 'উমম উঠতেছি তো মা' বলে রাবেয়া বেগমের ডাকে সাড়া দিয়ে আবারও শয়তানের হাতে মাথা এবং পা সমর্পণ করে ঘুমিয়ে থাকতে হয়।

নওশিন বারান্দা থেকে এসে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছুক্ষণ দেখল নিজেকে। এরপর চোখে হালকা কাজল দিয়ে চুল পরিপাটি করে নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসল। মিজান সাহেব নাস্তা করছিলেন। নওশিনকে দেখে বললেন, 'আজকে কি তোর ক্লাস আছে?'

নওশিন পাউরুটির শরীরে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, 'আছে বাবা। কেন?'

'তুই আজ ফ্রি থাকলে তোকে নিয়ে কিছু গাছ কিনতে যেতাম। তুই তো আবার ফুলের গাছ ভালো চিনিস।'

'না বাবা, আজ আমার সময় হবে না। অন্য একদিন দেখি।'

'তোর ক্লাস তো শেষ হয় দুপুর দুটোয়। বিকেলে তো ফ্রি-ই থাকিস।'

'না বাবা আজ ফ্রি নেই, কাজ আছে।'

মিজান সাহেব জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন, কী এত কাজ তোর? জিজ্ঞেস করতে চেয়েও করলেন না। মেয়ে হয়তো উল্টা-পাল্টা কোনো জবাব দিয়ে বসতে পারে। সকালবেলা তিনি কখনোই সংসারের কারও সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়াতে চান না। তিনি নাশতা শেষ করে উঠে গেলেন।

নওশিন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে নাশতা সারল। এরপর বের হতে যাচ্ছিল কলেজের উদ্দেশে। রাবেয়া বললেন, 'কলেজে যাচ্ছিস ভালো কথা, কিন্তু এইভাবে কেন?'

নওশিন বলল, 'কীভাবে যাচ্ছি?'

'বোরকা পরেছিস, মুখ খোলা রেখেছিস কেন? মুখ নিকাব দিয়ে ঢেকে যাবি না?

নওশিন বিরক্ত গলায় বলল, 'মা, নিকাব লাগাতে আমার ভালো লাগে না।'

রাবেয়া বললেন, 'কী বলছিস এসব তুই? মুখ যদি খোলাই থাকে, পর্দার আর রইল কী? নিকাব লাগিয়ে যা।'

নওশিন তবুও নিকাব লাগাল না। ব্যাগ কাঁধে বের হয়ে গেল। রাবেয়া বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যে মেয়ে ছোটবেলায় পর্দা করত, আজান হলেই দাঁড়িয়ে পড়ত নামাজের মুসাল্লায়, বড় হয়ে সে মেয়ের কেন এত পরিবর্তন হলো তিনি বুঝতে পারছেন না।